গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

নম্বর ১৮.০০.০০০০.০২১.২২.০০১.২৩-৯৮

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩২ / ২৪ মার্চ ২০২৬

বিষয়: বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল (নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা) নীতিমালা, ২০২৬

যেহেতু বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরসমুহকে কেন্দ্র করিয়া আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরসমুহের অধীন বন্দর এলাকার মধ্যে বা বন্দর এলাকার নিকটবর্তী স্থানে ব্যাপক কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে ও উক্ত স্থল উৎপাদন কেন্দ্র (hub) হিসাবে বিকশিত হইয়াছে; এবং

যেহেতু, বন্দর এলাকা ও বন্দর এলাকার নিকটবর্তী স্থলে বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালসহ বার্থিং স্থাপনা নির্মাণের বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে; এবং

যেহেতু দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, ব্যবসায় সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্টকরণ, ইত্যাদির লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহের সহিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জেটি ও টার্মিনালসহ বন্দরের বিবিধ স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, সরকার নিম্নরূপে বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল (নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা) নীতিমালা প্রণয়ন করিল:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই নীতিমালা 'বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল (নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা) নীতিমালা, ২০২৬' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৩) ভিন্নরূপ কোনো সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই নীতিমালা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে—

(ক) বন্দর সীমানার মধ্যে সকল বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল;

(খ) সকল জাহাজ যখন উহা বন্দর সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনো জেটি বা বার্থে বা যে কোনো স্থানে অবস্থান করিবে; এবং

(গ) কনসেশন চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে বা কনসেশন চুক্তি শর্ত অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত জেটি বা টার্মিনাল।

২। **সংজ্ঞা।**— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

(ক) **"বন্দর"** অর্থ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর বা মোংলা বন্দর বা পায়রা বন্দর এবং/অথবা ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য সমুদ্রবন্দর;

(খ) **"বন্দর কর্তৃপক্ষ"** অর্থ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, এবং ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ;

(গ) **"বন্দর আইন"** অর্থ ক্ষেত্রমতে Port Act, 1908 (Act No. XV of 1908), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৮ নম্বর আইন), মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৭ নম্বর আইন), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৩ নম্বর আইন), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৯ নম্বর আইন) এবং ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক প্রণীত অন্যান্য বন্দর কর্তৃপক্ষ বা তৎসংশ্লিষ্ট আইন বা আইনসমূহকে বুঝাইবে;

(ঘ) "**টার্মিনাল"** অর্থ সমুদ্র সংশ্লিষ্ট পশ্চাৎ সুবিধাদি সংবলিত জেটি বা বার্থ অথবা এইরূপ কোনো স্থাপনা যাহাতে নৌযান নোঙর করা বা নোঙর করিয়া ভিড়ানো যায়, যেখানে জাহাজ হইতে পণ্য খালাস এবং জাহাজে পণ্য বোঝাই, কন্টেইনারে পণ্য স্টাফিং এবং কন্টেইনার হইতে আনস্টাফিংপূর্বক শেডে সংরক্ষণ করা যায় এবং পরবর্তীকালে অন্য কোনো যানবাহনে পরিবহণের নিমিত্ত বা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী গন্তব্যস্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(ঙ) **"ডক"** অর্থ বেসিন, কপাটকল (lock), খাল (cut), কি (quay), ঘাট (wharf), পণ্যগুদাম, রেলপথ এবং ডকসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম ও স্থাপনা;

(চ) "**নীতিমালা"** অর্থ বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল (নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা) নীতিমালা, ২০২৬;

(ছ) **"জেটি বা বার্থ"** অর্থ এইরূপ কোনো স্থাপনা যাহাতে প্ল্যাটফর্ম, স্টেজ, র‍্যাম্প, কি, ঘাট থাকে এবং যাহাতে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে ও পণ্য খালাস, বোঝাই, ট্রান্সশিপমেন্ট করা যায়;

(জ) **"বিধি"** অর্থ সংশ্লিষ্ট বন্দর আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঝ) **"বিদেশি জাহাজ"** অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এইরূপ জাহাজ;

(ঞ) **"গ্রস টনেজ"** অর্থ সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ আইনের অধীনে জাহাজের নিবন্ধিত টনেজ এবং অনিবন্ধিত জাহাজের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত টনেজ;

(ট) **"সরকারি জাহাজ"** অর্থ সরকারের মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত যে কোনো জাহাজ বা সরকারের পক্ষে বা সরকারের লাভের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধারণকৃত যে কোনো জাহাজ;

(ঠ) **"বেসরকারি জেটি"** অর্থ সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জেটিকে বুঝাইবে;

(ড) **"সরকারি অংশীদারসম্পন্ন জেটি"** অর্থ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অথবা সরকারের অংশীদারীত্ব বা শেয়ার আছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত জেটিকে বুঝাইবে;

(ঢ) **"পিপিপি চুক্তি"** অর্থ বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ এর ধারা ২৩ এর অধীন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কোনো বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তি;

ব্যাখ্যা: এই নীতিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ অনুসরণ করিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারি কোনো অংশীদার বা কোম্পানির চুক্তিই হইবে পিপিপি চুক্তি;

(ণ) "**আইএসপিএস (ISPS) কোড"** অর্থ **SOLAS (Safety of Life at Sea)** কনভেনশনের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক ও বাধ্যতামূলক নীতিমালা, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়োজিত জাহাজ এবং বন্দরগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকার, জাহাজ কোম্পানি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ঝুঁকি শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং তা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা স্তর (Security Levels) নির্ধারণ করে;

(ত) **"সোলাস (SOLAS) কনভেনশন"** অর্থ আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (IMO) কর্তৃক প্রণীত একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ক কনভেনশন, যা সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নির্মাণ (Construction), সরঞ্জাম (Equipment) এবং পরিচালনার (Operation) ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন নিরাপত্তা মানদন্ড (Minimum Safety Standards) নির্ধারণ, সমুদ্রপথে জাহাজের দুর্ঘটনা হ্রাস এবং নাবিক ও যাত্রীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে;

(থ) **"মাস্টার প্ল্যান (Master Plan)"** অর্থ বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমি, বন্দর এলাকা, পোর্ট লিমিট ও বন্দর এলাকা সমন্বয়ে বন্দরের কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ও সময় সময় হালনাগাদকৃত মহাপরিকল্পনা;

(দ) **"কনশেসন চুক্তি"** অর্থ সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা এবং একটি বেসরকারি সংস্থার (Concessionaire) মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি, যার মাধ্যমে বেসরকারি পক্ষকে কোনো নির্দিষ্ট সরকারি সেবা প্রদান বা অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকার প্রদান করা হয় এবং এই চুক্তির আওতায় বেসরকারি সংস্থাটি নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে এবং বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ফি বা টোল (Toll) আদায়ের মাধ্যমে তাদের বিনিয়োগ ও মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ পায়;

(ধ) **"নৌযান"** অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance no. LXXII of 1976) বা আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন আইন অনুযায়ী যে কোনো সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বিদেশি জাহাজ বা ইঞ্জিন বা যন্ত্রের সাহায্যে চলে এমন যে কোনো যান্ত্রিক জলযান (যথা: কার্গো জাহাজ, লঞ্চ, ফেরি) বা পাল, দাঁড় বা লগির সাহায্যে চালিত অযান্ত্রিক নৌযান (যথা: গয়না নৌকা, ডিঙি) বা বিশেষায়িত যান (যথা: ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন এবং হোভারক্রাফট), ইত্যাদি যা জলপথে পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার উপযোগী;

(ন) **"পণ্য (Goods)"** অর্থ, প্রযোজ্য ক্ষেত্র, যে কোনো ধরনের কন্টেইনার (Container) বা মালবাহী বাক্স (ISO Standard বা অন্য কোনো মান দ্বারা সংজ্ঞায়িত), তরল ও গ্যাসীয় পণ্য (Liquid &

Gaseous Cargo, যেমন: তেল, LPG, ইত্যাদি), রাসায়নিক দ্রব্য বা পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবাহিত যে কোনো তরল পদার্থ;

(প) **"খোলা পণ্য (Bulk Cargo)"** অর্থ পাথর, কয়লা, বালু, সিমেন্ট ক্লিংকার বা শস্য যা প্যাকেজিং ছাড়া সরাসরি জাহাজে বহন করা হয়;

(ফ) **"বিপজ্জনক পণ্য (Dangerous Goods)"** অর্থ আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বিপজ্জনক পণ্য কোড (IMDG Code) অনুসারে চিহ্নিত সকল দাহ্য বা বিষাক্ত বা অনুরূপ কোনো বস্তু বা পদার্থ;

(ব) **"কার্গো (Cargo)"** অর্থ পূর্ণ বা খালি যে কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক মানের (ISO) অথবা বিশেষ কন্টেইনার বা মোড়কহীন অবস্থায় পরিবাহিত কঠিন পণ্য (যেমন: আকরিক, কয়লা, সার, পাথর, ইত্যাদি) খোলা পণ্য (Bulk Cargo) অথবা তরল বা গ্যাসীয় পণ্য (যেমন: অপরিশোধিত তেল, এলপিজি, এলএনজি, ইত্যাদি) বা বস্তা, ড্রাম, প্যালেট বা ক্রেট-এ আবদ্ধ মালামাল (Break-bulk) অথবা কারখানায় ব্যবহৃত বড় যন্ত্রাংশ বা যানবাহন যা বিশেষ ক্রেনের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করতে হয় এরূপ যে কোনো ভারী যন্ত্রপাতি (Heavy Lift or Project Cargo) অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণকৃত গবাদি পশু বা অন্য জীবন্ত প্রাণী (Livestock);

(ভ) **"ক্যাপটিভ কার্গো (Captive Cargo)"** অর্থ বন্দর সন্নিহিত বা বন্দর কেন্দ্রিক শিল্প কারখানা অথবা রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অথবা কোনো শিল্পোদ্যোক্তা বা আমদানিকারক সরাসরি বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়, বরং তার নিজস্ব কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে আমদানিকৃত অথবা দেশের কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত মালামাল;

(ম) **'ট্র্যাফিক কন্ট্রোল'** অর্থ বন্দরে পণ্যের উঠানামা, নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের খালাসকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়া;

(য) **"প্রাইমেজ"** অর্থ মালবাহী জাহাজের মালিক বা জাহাজ কর্তৃপক্ষকে মূল ভাড়ার (Freight) অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা কমিশন (বর্তমানে এটি মূল ভাড়ার সাথে একটি ক্ষুদ্র শতাংশ, সাধারণত ৫% থেকে ১০% করিয়া, হিসেবে যুক্ত করা হয়); এবং

(র) **"জেনারেল অ্যাভারেজ (General Average)"** অর্থ এমন একটি আইনসম্মত প্রক্রিয়া, যাহার আওতায় সমুদ্রযাত্রার সময় কোনো চরম বিপদের হাত থেকে জাহাজ এবং জাহাজে স্থিত সমূদয় পণ্যকে রক্ষা করিবার জন্য যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো পণ্য ফেলিয়া দেওয়া হয় বা কোনো আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা হয়, তবে সেই ক্ষতির দায়ভার জাহাজ কর্তৃপক্ষ এবং সমস্ত পণ্য মালিকরা মিলে আনুপাতিক হারে বহন করিয়া থাকেন।

(২) যে সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি এই নীতিমালায় ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই নীতিমালার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া, স্থাপন ও কারিগরি বিনির্দেশ

৩। বেসরকারি জেটি নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অনুমোদনের প্রক্রিয়া।—বন্দর আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ বা বাংলাদেশের অন্য কোনো আইনের আলোকে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায়, অতঃপর এই নীতিমালা পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহের বিধান সাপেক্ষে, বেসরকারি জেটি নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অনুমোদন প্রদান করা যাইবে, যথা: —

(ক) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে; বা

(খ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি অপারেটর-এর মধ্যে জেটি ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে; বা

(গ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে বন্দর সীমানায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে অথবা সরকারের অংশীদারীত্ব বা শেয়ার আছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির উদ্যোগে; বা

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থাপনায়।

৪। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে জেটি স্থাপন।– (১) সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ অনুসরণপূর্বক বন্দরের মাস্টার প্ল্যানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ করিয়া বন্দর এলাকায় বা উপযুক্ত কোনো স্থানে এক বা একাধিক জেটি ও টার্মিনাল নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পিপিপি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) যদি কোনো বন্দর কর্তৃপক্ষ কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বন্দর সীমানার মধ্যে বন্দরের জায়গায় জেটি ও টার্মিনাল নির্মাণের কোনো অযাচিত প্রস্তাব (Unsolicited Proposal) পায়, তাহা হইলে বন্দর কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাইপূর্বক ইহার প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার উপযোগিতা, উপযুক্ততা বিবেচনাপূর্বক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি আইন, ২০১৫ এর ধারা ২০ এর বিধান অনুসরণপূর্বক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিপিপি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারিবে।

৫। বন্দর সীমানায় বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল নির্মাণ, পরিচালনা ইত্যাদি অনুমোদনের ক্ষমতা।— (১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বন্দর সীমানার সর্বোচ্চ জোয়ার রেখার (high water mark) নিম্নে বন্দরের মাস্টার প্ল্যানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কোনো বেসরকারি ও টার্মিনাল নির্মাণ বা স্থাপনের অনুমতির জন্য এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত আবেদনপত্র অনুযায়ী আবেদনের জন্য প্রযোজ্য ফি জমাপূর্বক, জমা রশিদ সংযুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন বেসরকারি জেটি স্থাপনের আবেদন প্রাপ্তির পর নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) **প্রাথমিক স্ক্রিনিং:** বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনটি যাচাই করিবেন ও প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদনপত্র দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে;

(খ) **সরেজমিনে তদন্ত:** বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রকৌশল বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করিবে এবং প্রস্তাবিত বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল স্থাপিত হইলে নৌ-চলাচলে কোনো বাধা সৃষ্টি করিবে কি না, তা যাচাই করিবে;

(গ) **কারিগরি রিপোর্ট:** সরেজমিন পরিদর্শনের পর কারিগরি রিপোর্টসহ একটি পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলপূর্বক আবেদনের যথার্থতার উপর মতামত প্রদান করিবে; এবং

(ঘ) **বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত:** অতঃপর বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক আবেদনপত্র অনুমোদন বা বাতিলের সুপারিশ সম্বলিত মতামতসহ আবেদন পত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৩) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর আওতায় প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃক অনুমোদনের সুপারিশ অনুযায়ী আবেদন অনুমোদন বা বাতিল করিতে অথবা আবেদন বাতিলের সুপারিশের বিপরীতে আবেদন মঞ্জুর করিতে বা বাতিল করিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনের উপর বন্দর কর্তৃপক্ষ বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করিবে।

(৫) এই নীতিমালার অধীন কোনো আবেদন বাতিল হইলে আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিতে হইবে।

৬। কারিগরি বিনির্দেশ।— (১) এই নীতিমালার অধীনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বা সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বা অনুরূপ যে কোনো প্রকারেই অনুচ্ছেদ ৩, ৪, ও ৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী স্থাপিত জেটি ও টার্মিনালসহ অন্যান্য সকল স্থাপনার ড্রয়িং, ডিজাইন, লে-আউট সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে অনুমোদিত ড্রয়িং, ডিজাইন, লে-আউট সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের পুর্বঅনুমোদন ব্যতিরেকে কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাইবে না:

তবে উল্লেখ থাকে যে, পিপিপি চুক্তির ক্ষেত্রে ড্রয়িং, ডিজাইন, লে-আউট সংক্রান্ত বিষয়াবলির জন্য সংশ্লিষ্ট কনসেশন চুক্তির শর্তাদি প্রাধান্য পাইবে।

(৩) এই নীতিমালার অধীনে স্থাপিত কোনো বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল, কোনোক্রমেই, যে উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হইয়াছে, উক্তরূপ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায়িক অথবা উক্তরূপ উদ্দেশ্যের সহিত সাংঘর্ষিক বা অন্য কোনো প্রকার কার্যে অথবা সংশ্লিষ্ট বন্দর বা রাষ্ট্র বা দেশের স্বার্থ পরিপন্থী বা জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এইরূপ কোনো কার্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়
জাহাজ পরিচালনা, বার্থিং অপারেশন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত

৭। জাহাজ পরিচালনা।— (১) বন্দর কর্তৃপক্ষ উহার বন্দরে নৌযান আগমন বা নির্গমনের জন্য বন্দর আইন এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন পাইলট নিয়োগ করিবে এবং বেসরকারি জেটি অভিমুখে আগমন ও জেটি ইইতে বহির্গমন বা শিফটিং ইত্যাদি সকল ধরনের দেশি বা বিদেশি কিংবা সরকারি জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে বন্দরের পাইলট নিয়োগ বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) বেসরকারি জেটি ও টার্মিরাল অপারেশন কাজে বন্দর, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয়পূর্বক প্রচলিত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৮। জাহাজ বার্থিং পদ্ধতি–(১) বন্দর সেবার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী জেটি ও টার্মিনালসমূহে প্রতিযোগিতামূলকভাবে জাহাজ বার্থিংয়ের সুযোগ থাকিবে।

(২) যে কোনো নৌযান বন্দর সীমানায় প্রবেশের সময় কোন জেটিতে নোঙর বা বার্থিং করিতে ইচ্ছুক তাহা সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া উহার ইপ্সিত জেটিতে নোঙর বা বার্থিং করিতে পারিবে:

তবে, উল্লেখ থাকে যে, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, উক্ত নৌযানকে অন্য কোনো জেটিতে নোঙর বা বার্থিং করিবার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(৩) জেটি খালি থাকা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি জেটি কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি জেটি কর্তৃপক্ষ যে ধরনের নৌযান বার্থিংয়ের জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছেন কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন উক্ত ধরনের নৌযানের জন্য, উক্ত জেটিতে বার্থ বরাদ্দ দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

(৪) যে কোনো জেটিতে সর্বোচ্চ কত দৈর্ঘ্যের ও কত ড্রাফ্‌ট-এর নৌযান বার্থিং করা যাইবে, তাহা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পূর্বেই অনুমোদিত হইতে হইবে। নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের ও ড্রাফ্‌ট-এর অধিক দৈর্ঘ্যের বা ড্রাফ্‌ট-এর নৌযান জেটিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না:

তবে উল্লেখ থাকে যে, বেসরকারি জেটি কর্তৃপক্ষ যে ধরনের নৌযান বার্থিং-এর জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছেন কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন উক্ত নৌযান ব্যতীত অন্য কোনো নৌযান বার্থিং করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, ভিন্ন নৌযান বার্থিংয়ের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) সমুদ্র বন্দরসমূহের ক্ষেত্রে, বেসরকারি জেটি অভিমুখে আগমন ও জেটি ইইতে বহির্গমন বা শিফটিং ইত্যাদি সকল ধরনের নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন্দরের পাইলট নিয়োগ বাধ্যতামূলক হইবে।

(৬) বেসরকারি জেটি বা টার্মিনাল অপারেটরকে কোনো শিপিং লাইন-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে, তাহা বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে:

তবে উল্লেখ থাকে যে, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ কোনো শিপিং লাইন অথবা কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই বা কোনো দেশ নিষেধাজ্ঞা (sanction) প্রদান করিয়াছে, যাহার ফলে উক্তরূপ নিষেধাজ্ঞার অধীনস্ত দেশের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন রহিত হইয়াছে বা রহিত হইতে পারে বা বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিলে বা উক্ত উদ্দেশ্যে কোনো চুক্তি করিলে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হইতে পারে, এইরূপ কোনো দেশের মালিকানাধীন কোনো শিপিং লাইনের সহিত উক্তরূপ চুক্তি করা যাইবে না:

আরও উল্লেখ থাকে যে, বেসরকারি জেটি বা টার্মিনাল অপারেটর কোনো দেশের শিপিং লাইনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার পর, উক্ত দেশের সহিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হইলে বা অন্য কোনো প্রকারে উক্ত দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে কোনোরূপ অবনতি ঘটিলে, সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত শিপিং লাইনের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বা রহিত বা সংশোধিত হইবে।

(৭) বেসরকারি জেটিতে চুক্তিবদ্ধ কোনো নৌযান বা শিপিং লাইন বার্থিং-এর বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাহিলে বন্দর কর্তৃপক্ষ স্বীয় বিবেচনায় সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বেসরকারি জেটিতে দেশীয় পণ্য হ্যান্ডলিং-এর জন্য কোনো কোস্টার বা বার্জ বা অন্য কোনো ইনল্যান্ড বা অভ্যন্তরীণ জাহাজ অথবা নৌযান বা কোনো দেশীয় কোস্টার বা বার্জ বা নৌযান ভিড়ানো যাইবে না।

(৯) জেটিতে বার্থিংয়ের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হইবে, যথা: –

(ক) জেটিতে বার্থিং-এর উদ্দেশ্যে আগত নৌযানসমূহের সম্পূর্ণ বার্থ হায়ার চার্জ সংশ্লিষ্ট নৌযানের মালিক/প্রতিনিধির নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রচলিত নিয়মে আদায় করিবে;

(খ) নৌযানের মালিক বা মালিকের আইনসম্মত প্রতিনিধির নিকট হইতে আদায়কৃত বার্থ হায়ারের অর্থ হইতে বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য হিস্যা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অংশ বেসরকারি জেটি মালিককে পরিশোধ করা হইবে; এবং

(গ) সম্পূর্ণ বেসরকারি জেটির ক্ষেত্রে বার্থ হায়ার চার্জ-এর হিস্যা নির্ধারণের লক্ষ্যে বেসরকারি জেটি কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ অতঃপর অনুচ্ছেদ ২০ এর বিধান অনুসারে পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিবে।

(১০) বেসরকারি জেটিতে পণ্যবাহী যে কোনো নৌযান জেটিতে বার্থিংয়ের পূর্বে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার নির্ধারিত ট্যারিফ অনুসারে নৌযানে পরিবাহিত সমুদয় পণ্যের উপর রিভার ডিউজ, ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ কাস্টমস্-এর রীতি-নীতি অনুযায়ী অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে:

তবে, পিপিপি চুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কনসেশন চুক্তির শর্তাদি প্রাধান্য পাইবে।

(১১) জেটিতে বার্থিংকৃত সকল জাহাজ সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার্থ অপারেটর অথবা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর এর নিয়োজিত শ্রমিক দ্বারা মালামাল হ্যান্ডলিং বাধ্যতামূলক হইবে এবং বেসরকারি জেটিতে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বেসরকারি জেটির মালিকগণ বন্দর হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার্থ অপারেটর অথবা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরসমূহ হইতে যে কোনো বার্থ অপারেটর অথবা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োগ করিতে পারিবেন:

তবে, পিপিপি চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত জেটি বা টার্মিনালের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া, কনসেশনার নিজস্ব লোকবল বা চুক্তিবদ্ধ বার্থ অপারেটর অথবা শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর এর মাধ্যমে মালামাল হ্যান্ডলিং করিতে পারিবে।

(১২) পণ্য খালাসের পূর্বে বন্দরের যাবতীয় চার্জ অগ্রিম পরিশোধিত থাকিতে হইবে।

(১৩) বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল ট্র্যাফিক কন্ট্রোল সুষ্ঠু রাখিবার নিমিত্ত কাস্টমস এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য যথোপযুক্ত অফিস অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা প্রদান করিবে।

(১৪) জেটি খালি থাকা অবস্থায় যে কোনো নৌযানকে ওভার সাইডে কাজ করিতে চাহিলে বা নৌযান মেরামত বা অলস নৌযানের বার্থিং-এর প্রস্তাব পাওয়া গেলে জেটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ এইসকল নৌযানের জন্য বার্থ বরাদ্দ দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

(১৫) বেসরকারি জেটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বন্দর কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয়সাপেক্ষে জেটিসংলগ্ন এলাকায় নিজ খরচে প্রয়োজনীয় নেভিগেশনাল এইড স্থাপন করিবে।

(১৬) নদীর চ্যানেল মুক্ত রাখিবার লক্ষ্যে ঘাটে বা জাহাজের গায়ে একসঙ্গে একটির অধিক লাইটার/কোস্টার চ্যানেলের দিকে একত্র করিয়া (alongside) করিয়া ভিড়ানো যাইবে না।

(১৭) ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় বা পূর্বে আবহাওয়া বার্তা বা সিগন্যাল ঘোষণার পর বা উক্তরূপ কোনো বার্তা অনুযায়ী জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মানিতে ও তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করিতে হইবে এবং এধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে নির্ধারিত জেটি বা ঘাট ব্যতীত নৌযান ও অভ্যন্তরীণ কোস্টার ঘাটের সন্নিকটে বা বন্দর চ্যানেলে বা বন্দর কর্তৃপক্ষের চিহ্নিত কোনো স্থানে নোঙর করিতে পারিবে না।

(১৮) বেসরকারি জেটি স্থাপন ও পরিচালনাকালে কোনো সরকারি স্থাপনার ক্ষতিসাধন বা ক্ষতিসাধন হয় এইরূপ কার্য করা যাইবে না।

(১৯) বেসরকারি জেটিতে দেশি ও আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ কোনো পণ্য খালাস বা উঠানামা করা যাইবে না।

(২০) বেসরকারি জেটিতে অনুমোদন ব্যতিরেকে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পণ্য (Dangerous Goods) খালাস বা উঠানামানা করা যাইবে না এবং অনুমোদিত ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পণ্য খালাস বা উঠানামানার ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইনের বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(২১) বেসরকারি জেটিতে বার্থিং বা আন-বার্থিংয়ের সময় জাহাজ এবং জেটির নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ফেন্ডার এবং বোলার্ডের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে:

উল্লেখ্য, পর্যাপ্ত ফেন্ডার এবং বোলার্ডের অভাব থাকিলে বা জেটির সম্মুখে পানির গভীরতা কমিয়া গেলে নিরাপদ জাহাজ চলাচলের স্বার্থে অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত বেসরকারি জেটিতে জাহাজের বার্থিং স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(২২) বেসরকারি জেটিতে বার্থিংকৃত জাহাজ থেকে নির্গত বিলজ ওয়াটার (Bilge Water) বা ব্যালাস্ট ওয়াটার সরাসরি পানিতে ছাড়িবার প্রয়োজন হইলে, বন্দর কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ এবং এই নীতিমালার ১০ (খ) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

৯। বেসরকারি জেটির সামনে চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ।— (১) বেসরকারি জেটিসংলগ্ন এলাকার নাব্যতা বজায় রাখিতে, বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল প্রতিষ্ঠান বা মালিকের নিজস্ব ব্যয়ে, জেটি হইতে ন্যূনতম ৫০০ মিটার উজান ও ভাটি উভয়প্রান্তে, চ্যানেল অ্যাপ্রোচ এরিয়া (channel approach area) এবং জেটি বা বার্থের কাছাকাছি স্থান বা নৌযানকে নোঙর করা বা ঘোরানো (Maneuver) বা দিক পরিবর্তনের নির্ধারিত টার্নিং বেসিন (turning basin) ড্রেজিংপূর্বক বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পানির গভীরতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) বেসরকারি জেটিসংলগ্ন এলাকায় নাব্যতায় বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছু নিমজ্জিত হইলে অথবা পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের ত্রুটির কারণে কোনো পণ্যের অংশ বিশেষ যাহাতে নদীতে পতিত হইয়া গভীরতা বা নাব্যতা নষ্ট হইলে বা নৌচলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হইলে, তাহার দায় বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল প্রতিষ্ঠান বা উহার মালিকের উপর বর্তাইবে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো সমস্যা দৃশ্যমান হইলে বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালের প্রতিষ্ঠান বা মালিক নিজ খরচে বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত মতে, তাহা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) বেসরকারি জেটি নির্মাণ বা বর্ধিতকরণ বা সংস্কার অথবা ড্রেজিং করিতে বন্দর কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই সকল কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে নৌ-চলাচলে বা চ্যানেল ব্যবহারকারী অন্যান্য সংস্থার জন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
পরিবেশ সুরক্ষা, দূষণরোধ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১০। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।— বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল প্রতিষ্ঠান বা মালিক তাহাদের জেটি বা টার্মিনালে পণ্য হ্যান্ডলিং অথবা বার্থিং বা আনবার্থিং অথবা অন্য কোনো কার্যক্রমের ফলে যেন পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে, তাহা নিশ্চিত করিতে নিম্নরূপ বিষয়াদি পরিপালন করিবে, যথা: –

(ক) পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ও পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি মানিয়া চলিবে ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(খ) জেটি বা টার্মিনাল এলাকা থেকে কোনো প্রকার কঠিন বর্জ্য, পয়ঃনিষ্কাশন বর্জ্য (Sewage) বা ব্যবহৃত তেল সরাসরি নদী বা সমুদ্রের পানিতে ফেলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকিবে;

(গ) জাহাজ থেকে নির্গত বিলজ ওয়াটার (Bilge Water) বা ব্যালাস্ট ওয়াটার সরাসরি পানিতে ছাড়িবার পূর্বে নির্ধারিত শোধন ব্যবস্থার (Treatment Plant) মাধ্যমে মান নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) টার্মিনাল অপারেটরকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানের তৈল নিঃসরণ মোকাবিলা পরিকল্পনা (Oil Spill Contingency Plan) প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিবে;

(ঙ) জেটি এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অয়েল বুম (Oil Boom), শোষক প্যাড (Absorbents) এবং স্কিমার সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে, যাহাতে কোনো দুর্ঘটনাবশত তৈল নিঃসরণ হইলে তাহা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যায়;

(চ) খোলা পণ্য (যেমন: বালু, কয়লা, ক্লিংকার, ইত্যাদি) হ্যান্ডলিং করিবার সময় ধুলিকণা বা Dust বাতাসে ছড়ানো রোধ করিতে 'ডাস্ট সাপ্রেশন সিস্টেম' রাখিতে হইবে যাহাতে পানি ছিটাইয়া বা অন্য কোনো উপায়ে ধুলিকণা থেকে বায়ুদূষণ রোধ করিতে হইবে; এবং

(ছ) জেটির যন্ত্রপাতি এবং জেনারেটর থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া এবং শব্দের মাত্রা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে।

১১। ক্ষতিকারক কার্গো ব্যবস্থাপনা।– IMDG Code-ভুক্ত বিপজ্জনক বা রাসায়নিক পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালে বিশেষায়িত সংরক্ষিত এলাকা থাকিতে হইবে, যেন কোনো লিকেজ হইলে তাহা সরাসরি মাটির নিচে বা পানিতে মিশতে না পারে।

১২। বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র (Reception Facilities) ।– বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালে জাহাজ থেকে আসা ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহের জন্য যথাযথ 'বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র' বা সংগ্রাহক বিন নিশ্চিত করিতে হইবে এবং উক্তরূপে সংগৃহীত বর্জ্য অনুমোদিত ডাম্পিং স্টেশনে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৩। পরিবেশগত অডিট।– বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল প্রতিষ্ঠান বা মালিককে নিয়মিত নিবন্ধিত পরিবেশ পরামর্শক দ্বারা পরিবেশগত নিরীক্ষা (Environmental Audit) করাইতে হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন বন্দর কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বিধি-নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদন বাতিল, ইত্যাদি

১৪। বিধি-নিষেধ ও দণ্ডারোপ, ইত্যাদি।– বন্দর কর্তৃপক্ষ চ্যানেল খনন, ভরাট, সম্পদের ক্ষতিপূরণ আদায়, জাহাজ আটক, কোনো স্থানে প্রবেশ, নৌ-দুর্ঘটনার তদন্ত, দূষণের জন্য বাধ্যতামূলক বিমা, দায়িত্ব পালনে জন্য বাধা প্রদান, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ স্বীয় বন্দর আইন বা প্রযোজ্য কোনো আইন অনুযায়ী বিধি-নিষেধ আরোপ, শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ বা জরিমানা আদায় ও মামলা দায়েরসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। অনুমোদন বাতিল, ইত্যাদি।– (১) এই নীতিমালার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালের মালিক বা প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালার কোনো শর্ত বা বিধানসমূহ অমান্য করিলে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালের অনুমোদন ও কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবে অথবা বেসরকারি জেটিও টার্মিনালের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণাপূর্বক উহার অনুমোদন বাতিল করিতে সরকার বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) বন্দর কর্তৃপক্ষ এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে বেসরকারি জেটির কার্যক্রম বা অনুমোদন স্থগিতের ক্ষেত্রে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক জেটির মালিক বা নিয়োজিত কর্মচারী বরাবর সাতদিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক অনুমোদন বাতিল কেন হইবে না মর্মে কারণ দর্শাইয়া জবাব প্রাপ্তির পর সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে বা জবাব প্রদান না করিলে, উহার অনুমোদন বা কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে কোনো বেসরকারি জেটির অনুমোদন বা কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হইলে ইহা কতদিনের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ আদেশের একটি অনুলিপি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে কোনো বেসরকারি জেটির অনুমোদন বা কার্যক্রম স্থগিত করা হইলে, বেসরকারি জেটির মালিক উহার ত্রুটি সংশোধনপূর্বক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করিলে, সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, উক্ত আবেদন সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে, স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করিবে এবং উক্তরূপ ঘোষণার একটি অনুলিপি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৫) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো বেসরকারি জেটির অনুমোদন বাতিলের প্রস্তাব প্রেরণ করিলে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, যথাযথ কারণ দর্শাইয়া নোটিশ প্রদানপূর্বক জবাব প্রদানের সুযোগ দিবে এবং জবাব প্রদান না করিলে বা জবাব সন্তোষজনক না হইলে উক্ত বেসরকারি জেটির অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আমদানি/রপ্তানি ও পণ্য পরিবহণ সংক্রান্ত

১৬। কার্গো অপারেশন পদ্ধতি।— আমদানি-রপ্তানির জন্য পণ্য পরিবহণ, খালাসকরণ ও পণ্য সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে-

(ক) বন্দর কর্তৃপক্ষের আইন-বিধি ও ট্র্যাফিক অপারেশন ম্যানুয়্যাল অনুসরণপূর্বক স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে;

(খ) জেটি ও টার্মিনালসমূহ অপারেশনে বন্দর কর্তৃক অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্ট ব্যবহার করিতে হইবে;

(গ) জেটি ও টার্মিনালসমূহ অপারেশনে দক্ষ জনবল নিয়োগ করিতে হইবে এবং সময় সময়, উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) জেটি ও টার্মিনাল ব্যবহারকারী ও অন্যান্য অংশীজনের সহিত গ্রাহকবান্ধব আচরণ করিতে হইবে এবং কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার বা অসদাচরণ হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে কর্তৃপক্ষ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(ঙ) কার্গো লোডিং, আনলোডিং ও হ্যান্ডলিংয়ের কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামাদি (Equipment) ও প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে ব্যবহারকারীর সময়, খরচ ও ব্যক্তিক হাজিরা (Personal Visit) হ্রাস পায়।

১৭। বেসরকারি জেটি অপারেটিং পদ্ধতি।— বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালকে সংশ্লিষ্ট বন্দরের নিজস্ব অপারেশন সিস্টেম অথবা সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃক অনুমোদিত অটোমেটেড অপারেশন সিস্টেম ব্যবহার করিতে হইবে:

উল্লেখ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বন্দরের নিজস্ব অপারেশন সিস্টেম ব্যবহার করিলে বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল প্রতিষ্ঠান বা মালিককে, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও উহার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

১৮। শুল্ক কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষণ।— শুল্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির উদ্দেশ্যে এবং শুল্ক কর্মকর্তাদের কাজের সুবিধার্থে বেসরকারি জেটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে উক্ত জেটিতে বা সুবিধাজনক জায়গায় নির্ধারিত স্থান সংরক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বন্দরের ট্যারিফ আদায়, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, ফি ইত্যাদি

১৯। আবেদনের ফরম, ইত্যাদি।— (১) উপযুক্ত/যোগ্য আবেদনকারী বা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর, অতঃপর এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-ক এর নির্ধারিত ফর্মে, বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল স্থাপনের আবেদন করিতে হইবে।

(২) বন্দর কর্তৃপক্ষ বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল স্থাপনের আবেদন অনলাইনে দাখিলের ব্যবস্থা রাখিবে, যাহার মাধ্যমে আবেদনকারী বা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান উহাদের আবেদন দাখিল করিবে:

তবে উল্লেখ থাকে যে, অনলাইনে আবেদনের জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত হইবার পূর্ব পর্যন্ত অথবা প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতের পর কোনো কারণে একাদিক্রমে সাতদিনের অধিককাল সার্ভার ত্রুটিজনিত কারণে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া ব্যহত হইলে, জরুরি ভিত্তিতে অফলাইনে মুদ্রিত কাগজে আবেদন করা যাইবে।

(৩) আবেদনকারী বা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অতঃপর এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-খ এ বর্ণিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলাদি আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

২০। বেসরকারি জেটি স্থাপনের আবেদন ফি, জামানত ইত্যাদি।— (১) এই নীতিমালার অধীনে বেসরকারি জেটি বা টার্মিনাল স্থাপনের আবেদনের সময় সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে নিম্নরূপ ফি দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) আবেদন ফি ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা (অফেরতযোগ্য);

(খ) এই নীতিমালার ১২ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থগিতাদেশ হইলে, ত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন ফি ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা (অফেরতযোগ্য);

(গ) জামানত বাবদ ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা (মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য)।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত ফি'র অর্থের সহিত অনুচ্ছেদ ২১ এ বর্ণিত ট্যারিফ বা অনুচ্ছেদ ২২ এর ট্যারিফ শেয়ারিংয়ের সহিত সমন্বয় বা ট্যারিফ শেয়ারিং চুক্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত করা যাইবে না।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পিপিপি চুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির আলোকে আবেদন ফি, আপফ্রন্ট ফি, ইত্যাদি নির্ধারিত ও আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর (ক) ও (খ) দফার অধীন আদায়কৃত অর্থ বন্দরের নিজস্ব আয় বলিয়া বিবেচিত হইবে:

তবে, বেসরকারি জেটি বা টার্মিনাল স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপযোগ্য কর, মূল্য সংযোজন কর, রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর, নন-ট্যাক্স রেভিনিউসহ সকল প্রকার ফি, রেইট ইত্যাদির সহিত এই নীতিমালার অধীন আদায়কৃত রাজস্ব সমন্বয় করা যাইবে না।

২১। ট্যারিফ আদায়।— (১) এই নীতিমালার অধীন পরিচালিত বেসরকারি জেটিতে পণ্য আমদানি-রপ্তানি, হ্যান্ডেলিং, ইত্যাদি বাবদ আদায়যোগ্য ট্যারিফ বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ট্যারিফ সিডিউল অনুসারে আদায় করা হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর প্রয়োগের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া ট্যারিফ সিডিউলে বর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে ট্যারিফ সিডিউলে নির্ধারিত রেটে ট্যারিফ সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক আদায় করা হইবে।

২২। ট্যারিফ শেয়ারিং।— (১) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি জেটি নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত আলাদা চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ট্যারিফ শেয়ার বা বার্থ হায়ার চার্জ নির্ধারিত হইবে।

২৩। নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং পরিচালনা বাবদ লেভি প্রদান।— (১) গভীরতর চ্যানেল এর প্রয়োজনীয় ড্রাফ্‌ট নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন করিবে এবং নাব্যতা সংরক্ষণে ড্রেজিং পরিচালনার জন্য উক্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরে আগত ক্যাপটিভ কার্গোর উপর ড্রেজিং লেভি আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে ক্যাপটিভ কার্গোর উপর আরোপিত লেভি কার্গোর মালিক কর্তৃক যথানিয়মে পরিশোধ করিতে হইবে।

২৪। ট্যারিফ আদায়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বস্বত্ব।— (১) বেসরকারি জেটিতে হ্যান্ডেলিংকৃত কোনো পণ্যের উপর বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ সিডিউল-এর অধীনে ধার্যকৃত কর, টোল, রেট, ফি, মাশুল ও অন্যান্য পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পণ্যের উপর বন্দর কর্তৃপক্ষের পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং উক্তরূপ পাওনাদি সম্পূর্ণরূপে, ক্ষেত্র বিশেষে বিলম্ব মাশুলসহ, পরিশোধিত না হইলে বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত পণ্য জব্দ বা আটক রাখিতে বা প্রয়োজনে নিলাম করিতে পারিবে।

(২) জাহাজ হইতে কোনো পণ্য বেসরকারি জেটিতে অবতরণের পর অনতিবিলম্বে উক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য কর, টোল, রেট, ফি, মাশুলসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধযোগ্য হইবে এবং বন্দর সংরক্ষিত এলাকা হইতে বেসরকারি জেটির মাধ্যমে কোনো পণ্য অপসারণ কিংবা রপ্তানিযোগ্য পণ্য জাহাজিকরণের পূর্বেই যাবতীয় পাওনা পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৩) জাহাজের ভাড়া, প্রাইমেজ কিংবা জেনারেল অ্যাভারেজ (General Average) অথবা সরকারি অন্য কোনো পাওনা ব্যতীত কর্তৃপক্ষের কর, টোল, রেট, ফি, মাশুল সংক্রান্ত সকল পূর্বস্বত্ব ও দাবি অন্য যে কোনো পূর্বস্বত্ব ও দাবি অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাইবে।

২৫। সরকারি পাওনা আদায়।— বন্দর কর্তৃপক্ষ যে কোনো সরকারি পাওনা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

২৬। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ও নীতি (Policy) অনুসরণ।— (১) বেসরকারি জেটি বা বার্থ বা টার্মিনাল এর মালিক, ব্যবস্থাপক বা পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণ ISPS Code অনুযায়ী উহার নিরাপত্তা বিধান করিবে এবং তজ্জন্য এই লক্ষ্যে তাহারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মচারী/কর্মকর্তা নিয়োজিত রাখিবে।

(২) বেসরকারি জেটি বা বার্থ বা টার্মিনাল এর মালিক, ব্যবস্থাপক বা পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণ তাহাদের স্থাপনায় পর্যাপ্তসংখ্যক অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবে, সময় সময় অগ্নিনির্বাপণ ড্রিল অনুষ্ঠান করিবে এবং অগ্নি দুর্ঘটনাসহ যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা (emergency preparedness plan) করিবে।

(৩) নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যর্থতায় উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বেসরকারি জেটি বা বার্থ বা টার্মিনাল এর মালিক, ব্যবস্থাপক বা পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গের উপর বর্তাইবে।

(৪) বেসরকারি জেটি বা বার্থ বা টার্মিনাল এর মালিক, ব্যবস্থাপক বা পরিচালনাকারী ব্যক্তিগণ পোর্ট এবং শিপিংয়ের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় ও আন্তজার্তিক আইন, নীতি ও অনুশাসন অনুসরণ করিবেন।

২৭। পরিদর্শন, ইত্যাদি।— বন্দর কর্তৃপক্ষ বা যে কোনো কর্তৃপক্ষ বা সরকারি কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোনো সময়, কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই, বেসরকারি জেটি ও টার্মিনালের সকল স্থাপনা, নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং কার্গো লগ (পণ্য চলাচলের নথিপত্র) পরিদর্শনের জন্য সেখানে প্রবেশের অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

২৮। নীতিমালা সংশোধন।— নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সময় সময়, এই নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করিতে পারিবে।

২৯। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) এই নীতিমালা জারি হইবার পর বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল সংক্রান্ত সকল নীতিমালা (যদি থাকে), প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, অতঃপর রহিতকৃত বিধানাবলি বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) রহিত করা সত্বেও, রহিতকৃত বিধানাবলির অধীনে কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ গৃহীত বা প্রদত্ত হইলে অথবা রহিতকৃত বিধানের অধীনে কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ বাস্তবায়নাধীন থাকিলে, উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ এই নীতিমালার আওতায় গৃহীত বা প্রদত্ত হইয়াছে।

৩০। আইনের প্রাধান্য।— (১) এই নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে বন্দর কর্তৃপক্ষ আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

(২) এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত নাই এরূপ সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ উহাদের বন্দর আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

স্বাক্ষরিত/-
ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী, এনডিসি
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩২ / ২৪ মার্চ ২০২৬

নম্বর ১৮.০০.০০০০.০২১.২২.০০১.২৩-৯৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
৪। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

৬। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৯। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১০। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১২। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৩। সচিব, অর্থ বিভাগ
১৪। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৬। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৭। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
২০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন
২১। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর
২২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
২৩। কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি (সকল)
২৪। মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)(যুগ্মসচিব), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৫। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট (চট্টগ্রাম/মাদারীপুর)

অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন/বন্দর/সংস্থা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (চবক) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪.৬.২০২৫

মোঃ বেলায়েত হোসেন
সহকারী সচিব
ফোন : ৫৫১০০৬৯৮

পরিশিষ্ট ক

বেসরকারি জেটি ও টার্মিনাল স্থাপনের আবেদনপত্র

(এই আবেদনটি অনলাইনে জমা দিতে হবে)

১. আবেদনকারীর পরিচয়

- প্রতিষ্ঠানের নাম: (কোম্পানি বা ব্যক্তির নাম)

- নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা:

- ব্যবসা নিবন্ধন নম্বর (Trade License/Registration No):

- অনুমোদিত প্রতিনিধি: (নাম ও পদবি)

- যোগাযোগের বিবরণ: (ফোন নম্বর এবং ইমেইল)

২. স্থান ও অবস্থানের বিবরণ

- প্রস্তাবিত অবস্থান: (জিপিএস কোঅর্ডিনেটস এবং পূর্ণ ঠিকানা)

- তীরবর্তী সীমানার দৈর্ঘ্য: (মিটারে)

- ভূমির মালিকানার ধরন: (নিজস্ব / ইজারা / প্রক্রিয়াধীন)

দ্রষ্টব্য: ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিল অথবা ইজারা চুক্তিনামা সংযুক্ত করুন।

- পানির গভীরতা (ড্রাফট): (গড় নিম্ন জোয়ারের স্তর অনুযায়ী)

৩. কার্যক্রমের বিবরণ (Operational Specification)

৩.১ পণ্য বা কার্যক্রমের ধরন:

[ ] তরল পণ্য (তেল/গ্যাস/রাসায়নিক)

[ ] কঠিন পণ্য (শস্য/খনিজ দ্রব্য)

[ ] কনটেইনার

[ ] সাধারণ কার্গো

[ ] যাত্রী/পর্যটন

৩.২ জাহাজের ধারণক্ষমতা: (সর্বোচ্চ ডেডওয়েট টনেজ (DWT) এবং বার্থিং করার জন্য নির্ধারিত জাহাজের দৈর্ঘ্য)

৩.৩ গুদামজাতকরণ সুবিধা: (যেমন: সাইলো, ট্যাঙ্ক ফার্ম বা ওয়্যারহাউস সক্ষমতা)

৪. কারিগরি ও নিরাপত্তা মানদণ্ড

৪.১ ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং:

জেটি বা ওয়ার্ফের কাঠামোগত নকশা সংযুক্ত করুন।

৪.২ হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে:

পানির গভীরতা এবং স্রোত সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য সংযুক্ত করুন।

৪.৩ নেভিগেশনাল এইডস:

প্রস্তাবিত লাইটিং, বয়া এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

৪.৪ অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিকল্পনা:

অন-সাইট অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং জরুরি নির্গমন প্রোটোকল বর্ণনা করুন।

৫. পরিবেশ ও নিরাপত্তা মানদণ্ড

৫.১ ইআইএ (EIA) স্থিতি: পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (EIA) সম্পন্ন হয়েছে কি?

[হ্যাঁ/না]

৫.২ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: জাহাজ থেকে উৎপাদিত বর্জ্য এবং তেল নিঃসরণ মোকাবিলার পরিকল্পনা।

বিবরণ দিন ও সংযুক্ত করুন

৫.৩ আইএসপিএস (ISPS) মানদণ্ড: আন্তর্জাতিক জাহাজ ও বন্দর সুবিধা নিরাপত্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংক্রান্ত ব্যবস্থা।

বিবরণ দিন ও সংযুক্ত করুন

৬. প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা

আবেদনটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত নিশ্চিত করুন:

(১) সাইট প্ল্যান (স্কেল ১:৫০০ অথবা ১:১০০০)

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র

(৩) আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ (ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা লেটার অব ক্রেডিট)

(৪) বিগত তিন বছরের অডিট রিপোর্ট (আরজেএসসি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

(৫) মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন (কোম্পানির ক্ষেত্রে)

(৬) অপারেশনাল ম্যানুয়াল (এসওপি/SOP)

(৭) বিমা পলিসি (তৃতীয় পক্ষ ও পরিবেশগত ক্ষতির বিমা)

৭. ঘোষণা

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে প্রদত্ত সকল তথ্য সত্য এবং এই কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল সামুদ্রিক আইন মেনে চলা হবে।

স্বাক্ষর: (অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই)

তারিখ: _____